খন্দকার জাহিদ হাসান

‘আয়ুব খানের পীর’

[১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গদিচ্যুত ক’রে পাকিস্তানের তদানীন্তন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল আয়ুব খান সে দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন– ব’নে গেলেন পাকিস্তানের একনায়ক লৌহমানব, জারী করলেন সামরিক আইন, রাজনৈতিক অংগনে প্রতিষ্ঠা করলেন স্বৈরতন্ত্র।

গদি দখলের পর আয়ুব খান এক সন্ধ্যায় নিভৃতে তাঁর পীর হুজুরে আলা পাক খিদমতগার হজরত সুলতান আহাম্মদ পেশাওয়ারীর কাছে দোয়া চাইতে গেলেন। আয়ুব খান জানতেন যে, তিনি নিজে যেমন স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট, তেমনি আরো অনেক স্বঘোষিত মানুষ-ই এই পৃথিবীতে রয়েছে। সেদিক থেকে আয়ুব আর তাঁর সেই পীর এক-ই নৌকার কান্ডারী। আয়ুব খান এটাও জানতেন যে, পাকিস্তানের মোল্লা শ্রেণীর ওপর এই পীর সাহেবের উল্লেখযোগ্য ধরণের প্রভাব রয়েছে। এ কারণেই উক্ত সাঁঝে তাঁর সেই পীরের ডেরা ভ্রমণ।]

আয়ুব খানঃ হুজুর, সব খবর তো মালুম হোয়েছেন?

পীর সাহেবঃ হ্যাঁ, হোয়েছি।

আয়ুব খানঃ তাই এই মুহূর্তে আপনার কাছে দো’আ মাংতে এলাম।

পীর সাহেবঃ তার আগে বলো, কি মতলবে তুমি গদি দখল করেছো?

আয়ুব খানঃ পাকিস্তানকে পুরাপুরি ইস্‌লামিক রাষ্ট্র বানাতে।

পীর সাহেবঃ (মুচ্‌কি হেসে) জিন্নাহ্‌ও এসব বোল্‌চাল্‌ ঝাড়তো। ইস্‌লাম আর মুসলমান রক্ষার দোহাই দিয়ে সে ইন্ডিয়া ভেংগে পাকিস্তান কায়েম করলো। কিন্তু কই, ইস্‌লাম তো সে কায়েম করলো না!? আসলে এগুলো সব তোমাদের ঝুট্‌ বাহানা, লীডার হওয়ার মতলব!! আমি জানি, তুমিও জিন্নাহ্‌র লাইনের লোক।

আয়ুব খানঃ (জিভ্‌ কেটে) গোস্তাখী মাফ করবেন হুজুর। এভাবে তাঁকে ‘জিন্নাহ্‌, জিন্নাহ্‌’ বলে ছোটো করবেন না, ‘কায়েদ-ই-আজম’ বলুন প্লীজ!

পীর সাহেবঃ ঐসব দিল্‌ভুলানো তম্‌ঘা তোমাদের মতন নাদানদের জন্য, আমার জন্য নয়। আমার কাছে ঐ গাদ্দারটা স্রেফ জিন্নাহ্‌ই।.... তো যা বলছিলাম। আসলে জিন্নাহ্‌ আর তুমি– তোমাদের কারো দিলেই সাচ্চা ঈমান নেই। তোমরা লীডার বন্‌তে চাও স্রেফ গদির জন্য, পাওয়ারের জন্য– ইস্‌লামের জন্য নয়।

আয়ুব খানঃ তো ঠিক আছে হুজুর, এখন আমার জন্য এ্যায়সা দো’আ করুন, যাতে আমার দিলে সাচ্চা ঈমান পয়দা হয়। আর আমিও বহুত্‌ দিন গদিতে টিক্‌তে পারি, পাকিস্তানে ঠিক মতন ইস্‌লাম কায়েম করতে পারি।

পীর সাহেবঃ তোমার আঁখ বলে দিচ্ছে যে, তুমি পাকিস্তানে ইস্‌লাম কায়েম করবে না। লেকিন এমন ক’রে যখন আমাকে পাক্‌ড়াও করলেই, তখন দো’আ না হয় তোমার জন্য করবো।

[এরপর ১৯৫৯ সালে আয়ুব খান স্বঘোষিতভাবে জেনারেল থেকে ফিল্ড্ মার্শালে উন্নীত হলেন। এক সন্ধ্যায় আবার সেই পীর ও মুরীদের মধ্যে মুলাকাত হলো।]

আয়ুব খানঃ হুজুর, আপনার দো'আ ফল্‌তে শুরু করেছে। ডিফেন্স্ আমাকে ফিল্ড্ মার্শাল বানিয়ে দিয়েছে। পাব্‌লিকও আমাকে বহুত ইজ্জত করছে।

পীর সাহেবঃ আয়ুব, তুমি আমাকে অতো বেয়াকুফ্ ঠাউরিও না। পাব্‌লিক সব বোঝে, ওরা ঘাস খায় না। আমি জানি, তুমি নিজে নিজেই ফিল্ড্ মার্শাল ব'নে গেছ। এখন প্রোমোশনের মতন এই সব দুনিয়াদারী চীজের কোনো জরুরত ছিলো না।

আয়ুব খানঃ (মৃদু আপত্তির সুরে) জরুরত ছিলো হুজুর।

পীর সাহেবঃ তুমি থাম্‌বে? (সামান্য বিরতির পর) এই মুহূর্তে তোমার ঐ ফিল্ড্ মার্শাল হওয়ার চাইতে হাজার গুণ বেশী জরুরী হলোঃ পাকিস্তানকে একটা সাচ্চা ইস্‌লামিক রাষ্ট্র বানানো। (আয়ুব খানের মুখের পানে চেয়ে) ঐ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হোয়েছে বলে তো মনে হয় না। হোয়েছে কি?

আয়ুব খানঃ জ্বী হাঁ, পাকিস্তান সে পথেই এগিয়ে চলেছে। তবে হুজুর, একটা কথা।

পীর সাহেবঃ কি কথা?

আয়ুব খানঃ ব্যাপার হলো, আজকাল জমানা অনেক বদলে গেছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে পুরাপুরি ইস্‌লামিক রাষ্ট্র বানালে বহুত মুসিবত হবে।

পীর সাহেবঃ (ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে) কিসের মুসিবত হবে?

আয়ুব খানঃ কথা হলো কি যে, আমরা ইন্ডিয়াকে ভেংগে পাকিস্তান পয়দা করেছি। ইন্ডিয়া কিন্তু সেক্যুলার ব'লে তামাম দুনিয়ার কাছ থেকে বহুত কিসিমের মওকা পাচ্ছে। ও দেশে ডেমোক্রেসিও আছে। আমরা ডেমোক্রেসি হারিয়েছি। তার উপর এখন যদি ফের পুরাপুরি ইস্‌লামিক ব'নে যাই, তা হলে ঐ দেশগুলো আমাদের উপর গোস্বা হবে, আমাদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ ক'রে দিবে। তাতে পাকিস্তানের বহুত লোকসান হবে।

পীর সাহেবঃ তোমার মুন্ডু হবে! আমার কথা ভালো ক'রে শোনো। দুনিয়ার তাবৎ মুসলমান দেশের সংগে দোস্তী করো। তারাই পাকিস্তানকে মদদ করবে।

আয়ুব খানঃ (মুচ্‌কি হেসে) শুধু ওদের মদদে কোনো কাম হবে না হুজুর। এক নম্বর বাত্ হলোঃ ওরাও কেউ সাচ্চা ইস্‌লামিক নয়। আর দু' নম্বর বাতঃ ওদের মগজের কম্‌তি রয়েছে। এই দুনিয়াটাকে ওরা চালাচ্ছে না, চালাচ্ছে অন্যেরা।

পীর সাহেবঃ (চোখ পাকিয়ে) এই দুনিয়াটাকে চালাচ্ছে.... (ঊর্ধ্বপানে আংগুল নির্দেশ ক'রে) স্রেফ মালিক পারোয়ারদিগার, আর কেউ না। এই সব না-ফরমানী বাত্ আর কখনোই আমার সামনে উচ্চারণ করবে না, তোমার উপর খোদার গজব পড়বে!..... এখনও সময় আছে আয়ুব, সাচ্চা লাইনে চলে এসো। আখেরে তোমার ভালাই হবে।

[সেই সন্ধ্যায় পীর সাহেবের সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলার পর আয়ুব খান বিদায় নিলেন। সেদিন থেকে আয়ুব পীর সাহেবকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। কদাচিত টেলিফোনে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কুশল বিনিময় হতো। অতঃপর আয়ুব খান অন্য উপায়ে, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে 'সন্তোষজনক নজরানা' প্রদানের মাধ্যমে পীর সাহেবের মুখ পুরাপুরিভাবে বন্ধ ক'রে দিলেন।

ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটে গেল। আয়ুব খান পাকিস্তানের রাজনীতিতে 'বেসিক ডেমোক্রেসি' বা 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামের উদ্ভট এক জিনিস আমদানী করলেন। তবু বেসামরিক জনগণের অসন্তোষ দাবিয়ে রাখা ক্রমেই কঠিন হোয়ে পড়লো। মানুষের দৃষ্টিকে ভিন্নদিকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে আয়ুব তখন ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ বাধালেন। এতেও তেমন কাজ হলো না। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে জনরোষ বাড়তে থাকলো। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে সম-অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আপামর বাংগালী জনসাধারণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকলো। সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বাংগালীর স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে পরিণত হলো।

১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আয়ুব খান পাকিস্তানের তদানীন্তন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন। ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার কয়েকদিন পূর্বে আয়ুব খান শেষবারের মত পীর সাহেবের সাথে দেখা করলেন।]

আয়ুব খানঃ হুজুর, কোনোভাবেই ঈস্ট পাকিস্তানের ঐ নাদান বংগালদেরকে দাবিয়ে রাখা গেল না। এ বড়োই আফসোস্ কি বাত্! আওয়ামী লীগ আর শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে ওরা কি যে খুঁজে পেলো, আল্লাহ্ মালুম! ওরা একবারও বুঝলো না যে, ঐ ব্যাটা গাদ্দারটা ইন্ডিয়ার এক দালাল।

পীর সাহেবঃ ও কথা আর বোলো না আয়ুব, আসলে পুরা বংগাল জাতটাই গাদ্দার! তুমি বিরাট ভুল করেছো। ঐ শেখের বাচ্চাকে জিন্দেগীর মত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়াই তোমার উচিত ছিলো।

আয়ুব খানঃ (ক্লান্ত ও হতাশ সুরে) তা আর করতে পারলাম কই?

পীর সাহেবঃ পারলাম কই মানে? ওকে ঝুলিয়ে তারপর আমার কাছে এসে বলতে, ''হুজুর, কাম খতম করেছি। এখন আপনার দো'আ মাংতে এসেছি।'' তা হলেই বুঝতাম, তুমি একটা বাপ কা বেটা!

আয়ুব খানঃ (দু'চোখ বুঁজে) শেখকে ঝুলালে পাকিস্তান দু' টুকরা হোয়ে যেতো হুজুর!

পীর সাহেবঃ আরে উজবুক, আজ হোক আর কাল হোক, পাকিস্তান একদিন আপ্সে আপ-ই দু'টুকরা হোয়ে যাবে!

আয়ুব খানঃ (চম্কে উঠে) ও কথা বলছেন কেন পীর সাহাব?

পীর সাহেবঃ শোনো, তোমাকে আজ একটা কথা বলি। অনেকদিন হলো আমার এক বংগাল মুরিদ জুটেছে।

আয়ুব খানঃ বংগাল মুরিদ? কি নাম তার?

পীর সাহেবঃ নাম শুনে আর কি ফায়দা হবে তোমার? তার চেয়ে বরং আমার কথা এখন ভালো ক'রে শোনো।

আয়ুব খানঃ আপনার কথা শুনেই বা এখন আর কি ফায়দা হবে আমার?

পীর সাহেবঃ (দু'পাশে মাথা নাড়াতে নাড়াতে) আমি জানি, কোনোই ফায়দা হবে না। মাগার একটা জ্ঞান হবে তোমার, এই আর কি!

আয়ুব খানঃ (বিরস মুখে) হুজুর, এখন এই জ্ঞানের কি আর এমন দাম আছে বলুন? (সামান্য বিরতির পর) ঠিক আছে, তবু না হয় শুনি আপনার কথা।

পীর সাহেবঃ সেই বংগাল মুরিদ একদিন আমার সংগে বাত্‌চিত্‌ করতে করতে একটা কিতাব দেখালো আমাকে। বাংলা কিতাব। লিখাগুলো দেখতে হিন্দী হরফের মত। প্রথমে আমি তো ওটাকে হিন্দী কিতাব-ই ঠাউরেছিলাম।

আয়ুব খানঃ কি কিতাব ছিলো সেটা?

পীর সাহেবঃ (স্মিত হাস্যে) তোমার সেই 'ফ্রেন্ড্‌স্‌ নট্‌ মাস্টার্‌স্‌'-এর বাংলা তরজমা।

আয়ুব খানঃ (মাথা নীচু ক'রে) আমি জানি, মোনায়েম খানের তদ্বিরে কিতাবটা পাব্‌লিকেশন পেয়েছিলো।

পীর সাহেবঃ বংগালরা এখন তোমার এই কিতাবটা নিয়ে রীতিমত হাসাহাসি করে, তা জানো? তুমি এখন ওদের কাছে একটা ভাঁড়, বুঝলে? লোকে তোমার গুয়ারমেন্টের নাম দিয়েছে 'আয়ুবশাহী'।

[পীর সাহেবের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ শুনে বিষন্নবদনে আয়ুব এবার ভাবলেন, "কাদায় পড়িলে হাতী, কোলাব্যাঙেও মারে লাথি!" তবু কিছু বলতে হবে ব'লে তিনি আবার মুখ খুললেন।]

আয়ুব খানঃ ঐ বংগাল মুরিদটা আপনাকে এই সব কথা বলেছে বুঝি?

পীর সাহেবঃ হাঁ। ও নিজেও হেসেছে। বলেছে, "এ-রকম কিতাব..."

আয়ুব খানঃ (বাধাচ্ছলে) থাক হুজুর, আর শুনতে চাই না। রাত হলো। আমি এখন আসি।

পীর সাহেবঃ আমার আখেরী বাত্‌টা শুনে যাও।.... ইয়ে তো সাচ্‌ হ্যায় যে, তুমি ম্যালা উল্‌টাপাল্‌টা কাম ক'রে পাকিস্তানের বারোটা বাজিয়েছো। এখন তোমার আম ভী গিয়া, ছালা ভী গিয়া। তবু একটা বাত্‌।

আয়ুব খানঃ (নিস্পৃহ কণ্ঠে) বলুন, কি বাত্‌।

পীর সাহেবঃ (আয়ুব খানের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে) তুমি সারেন্ডার কোরো না। কারণ এখন তুমি ভেগে গেলে তোমার জায়গাতে যারা আসবে, তারা পাকিস্তানকে আরো নাস্তানাবুদ করবে, ইস্‌লামের আরো খারাবী হবে। তাই তুমি হটে যেয়ো না। এটা তোমার প্রতি আমার হুকুম।

[আয়ুব খান আর কোনো কথা না ব'লে শেষবারের মত সেই কথিত পীরের আস্তানা থেকে বিদায় নিলেন। বলা বাহুল্য, পীর সাহেবের সেই হুকুম পালন করা আয়ুব খানের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। কারণ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর প্রতিকূলে এতটাই চলে গিয়েছিলো যে, নিজের একনায়কসুলভ গোঁয়ার্তুমী ও নষ্টামীর জন্য এক অনুশোচনা করা ছাড়া তখন আর তাঁর কিছুই করণীয় ছিলো না।]

(তথ্যভিত্তিক কল্পিত আলাপন)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ২৬/০৩/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন